দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 OCT 2006
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১

কিন্ডারগার্টেন স্কুলে সরকারি নীতিমালা নাই মানসিক বিকাশ ঘটিতেছে না শিক্ষার্থীদের

জানা যায়, সারাদেশে ৩০ হাজারের মতো কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাদের মধ্যে শুধু ঢাকা নগরীতেই আছে ১৭ হাজারের বেশি। শিক্ষকের পরিমাণ ১ লক্ষাধিক। এইসব স্কুলে ভর্তি হইতে শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট স্কুলের ইউনিফর্ম, বই, খাতা, কলম, রঙিন পেন্সিল, আর্ট পেপার, মুদ্রিত সিলেবাস, ডায়েরি, পরিচয়পত্রে লেমিনেটিং চড়ামূল্যে ক্রয় করিতে হয়। উপরি-উক্ত দ্রব্যাদি ৪/৫ গুণ বেশি মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বাহির হইতে ক্রয় করিবার প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখে। কতিপয় লেখক, প্রকাশক, এমনকি বইয়ের দোকানদারদের সঙ্গে গড়িয়া তোলা হয় সিন্ডিকেট। শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ৫০০ টাকা হইতে ২৫০০ টাকা। ইহাছাড়া বিকালে সংশ্লিষ্ট কিন্ডারগার্টেনে কোচিং করানো হয়, শ্রেণীভেদে কোচিং ফি ৩ হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা।

কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলির নেতৃত্বে বহাল আছে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশনের ছত্রচ্ছায়ায় ঢাকার অলিতে-গলিতে, মফস্বলের জেলা সদরে, উপজেলায়, হাটের পাশে, নদীতীরে গড়িয়া উঠিতেছে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেন। কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় সংখ্যাধিক্যে স্ফীত হউক, ইহাতে কাহারও কিছু বলার থাকিতে পারে না। তবে কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশিরভাগ কিন্ডারগার্টেন যে সম্পূর্ণ বাণিজ্য-নির্ভর, সম্পূর্ণ বিদেশী সিলেবাসের আওতাধীন, ইহা অবশ্যই মানিয়া লওয়া যায় না। বলিতে হয়, সাধারণভাবে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলির মূল লক্ষ্য বাণিজ্য, শিক্ষাদান নহে। অবশ্য এমন কিছুসংখ্যক কিন্ডারগার্টেন স্কুল রাজধানী শহরে এবং অন্যত্র চালু রহিয়াছে, যেগুলির শিক্ষামান খুবই উন্নত। তবে এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি নহে।

সরকারি নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকায় নিজেদের ইচ্ছা মোতাবেক সিলেবাস তৈরি করিয়া যেমন তেমনভাবে বছরটি পার করে। পরীক্ষার পদ্ধতিও তদ্রূপ। অপরিচিত ও ভিনদেশীয় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকিতে গিয়া বাংলাদেশের নিজস্ব ঐতিহ্য হইতে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। মানসিক বিকাশ তো ঘটিতেছেই না, শারীরিক গঠনের অর্থাৎ খেলাধুলার কোনও সুযোগও তাহারা পাইতেছে না। বেশিরভাগ কিন্ডার গার্টেন চালানো হইতেছে দুইতিন কক্ষ বিশিষ্ট বাড়িতে। রায়ের বাজার সিকদার রিয়েল এস্টেটে ২০০ গজের মধ্যে তিনটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল রহিয়াছে। অভিযোগ রহিয়াছে এখানে শিক্ষকরা হয় দোকানদার, না হয় জমির দালাল। এইসব শিক্ষকের বাংলা ভাষার উচ্চারণ শুনিলে হাসি পায়, ইংরেজি উচ্চারণ তথৈবচ।

নির্দ্বিধায় বলা যায়, সরকারি নীতিমালা না থাকায় শিক্ষার নামে এইসব 'দোকান' গড়িয়া উঠিতেছে [illegible] অধিক হারে। অবিলম্বে নীতিমালার প্রয়োগ দরকার; কারণ শিশুদের যে দেশপ্রেমিক আলোকিত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আরো বলা দরকার অভিভাবক ও কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে নানান ধরনের প্রতারণার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া স্বস্তিময় জীবনে আনা সরকারের দায়িত্ব।